প্রথম আলো

তারিখ ... 16 DEC 2006 ...
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৬

৪

পরের জমি ধার করে বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিত্তিফলক!

নিজস্ব প্রতিবেদক, *বরিশাল*

জমি অধিগ্রহণ না করেই ধার করা জমিতে বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিত্তিফলক স্থাপন করে গেছেন সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া। এখন পর্যন্ত ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের নামে কাগজে-কলমে এক ইঞ্চি জায়গাও নেই।

নগরীর ২৭ নম্বর ওয়ার্ডের ডেফুলিয়া এলাকায় বরিশাল-বিনয়কাঠী সড়ক ঘেঁষে ১৭ সেপ্টেম্বর তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিত্তিফলক উন্মোচন করেন। দু-এক দিনের মাথায় নাম পাল্টে মন্ত্রিপরিষদের সভায় তা অনুমোদিত হয় 'বরিশাল শহীদ জিয়াউর রহমান বিশ্ববিদ্যালয়' নামে।

জেলা ভূমি অধিগ্রহণ কর্মকর্তা ও রেভিনিউ ডেপুটি কালেক্টর (আরডিসি) মুনিম হাসান *প্রথম আলোকে* জানান, ডেফুলিয়া মৌজার সাড়ে ৪৮ একর এবং পার্শ্ববর্তী দিয়াপাড়া মৌজার দেড় একর জমি বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য অধিগ্রহণের একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। প্রস্তাবটি ১৪ জুন পরিকল্পনা ও উন্নয়ন বিভাগের সহকারী পরিচালক বরাবর পাঠানো হয়। এখনো বিষয়টির কোনো সুরাহা হয়নি। এখনো ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো প্রকল্প চালু বা কাউকে প্রকল্প পরিচালক করা হয়নি।

ডেফুলিয়া এলাকাবাসী জানান, গত জুন মাসে মেয়রের বরাত দিয়ে কিছু লোক এসে বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য জমি দিতে অনুরোধ করেন। তাঁরা প্রচলিত আইনমাফিক ক্ষতিপূরণ দিয়ে জমি অধিগ্রহণের আহ্বান জানান। পরে সেপ্টেম্বরের শুরুতে স্থানীয় আবাসিক প্লট ব্যবসায়ী কাজী নাসিরউদ্দিনের একখণ্ড জমির ওপর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের অনাপত্তিপত্র লিখিয়ে নেওয়া হয়। আর ওই জমির ওপরই তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী 'বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়'-এর ভিত্তিফলক উন্মোচন করে যান।

কাজী নাসিরউদ্দিন গত বুধবার *প্রথম আলোকে* জানান, যে ৫০ একর জমিজুড়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থান নির্বাচনের কথা তিনি লোকমুখে শুনেছেন, তার বেশির ভাগ জমিই তাঁর। কিন্তু এখন পর্যন্ত ওই জমির বিষয়ে তাঁর সঙ্গে কর্তৃপক্ষের কোনো আলাপ-আলোচনা হয়নি। তবে সিটি মেয়রের অনুরোধে তিনি তাঁর জমিতে পাকা ভিত্তিপ্রস্তর নির্মাণের অনাপত্তিপত্র দিয়েছিলেন।

স্থানীয় বিএনপি কর্মী আব্দুল আজিজ জানান, আজ পর্যন্ত (১২ ডিসেম্বর) তাঁরা কোনো নোটিশ পাননি কিংবা জমি অধিগ্রহণের বিষয়ে কার্যক্রম শুরুর কথাও তাঁর জানা নেই। তিনি স্বীকার করেন, কেবল মেয়রের অনুরোধে তিনি তাঁর বাড়িতে লাল পতাকা টাঙিয়ে জমি নির্বাচনকারী কর্মকর্তাদের দেখিয়েছেন। পরে ওই কর্মকর্তারা চলে যাওয়ার পর পতাকাগুলো আবার খুলে ফেলা হয়।

এদিকে বর্তমান বিশ্ববিদ্যালয় প্রক্রিয়ার সঙ্গে বিএম কলেজকে বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নীতকরণ প্রকল্পের কোনো সম্পর্ক নেই বলে জানিয়েছেন বিএম কলেজের অধ্যক্ষ ও ওই প্রকল্পের পরিচালক প্রফেসর নাজিমউদ্দিন। তিনি গত বুধবার জানান, দুটি সম্পূর্ণ আলাদা বিষয়। আর আগের প্রকল্পের যে তহবিল দেওয়া হয়েছিল তাও তিনি যথাসময়ে ফেরত পাঠিয়েছেন। ফলে এখন আর ওই প্রকল্পের কোনো অস্তিত্ব নেই।